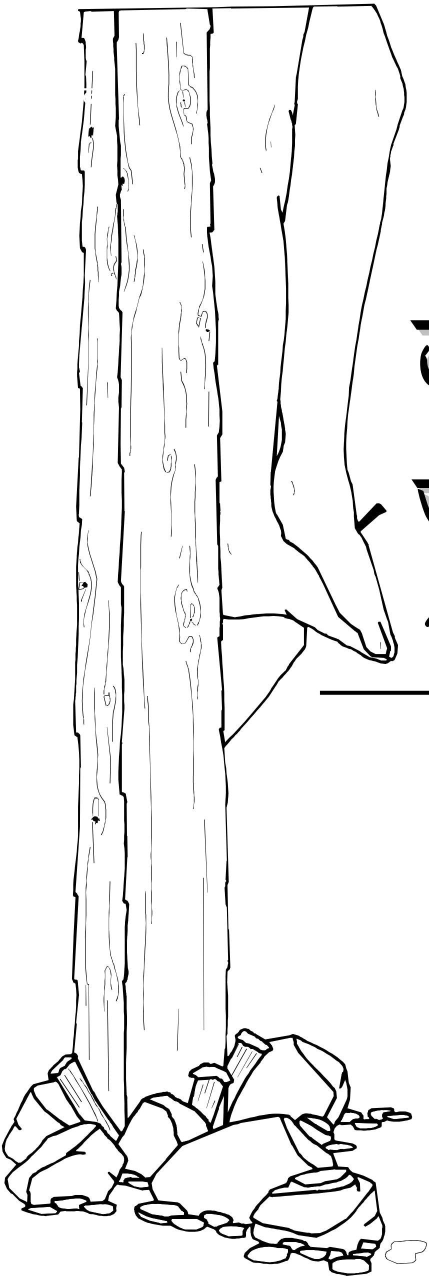

ক্রুশের উপরের অপরাধী লোকটি

পরমদেশ দানের প্রতিজ্ঞা

ষ্টীভেন কক্স

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, **১২১৩, বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

The Thief on the Cross

The Promise of Paradise

by Steven Cox

Published by:
Christadelphian Bible Students
P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

Copyright Bible Text: BBS OV (with permission)

This booket is translated and published with the kind permission of Printland Publishers, GPO Box 159, Hyderabad, A.P. 500 001.

ক্রুশের উপরের অপরাধী লোকটি

পরমদেশ দানের প্রতিজ্ঞা

ষ্টীভেন কক্স

	সূচীপত্র	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	: অপূর্ব এক প্রতিজ্ঞা	৩
প্রথম অংশ	: বাইবেল কি শিক্ষা দেয়	৭
দ্বিতীয় অংশ	: অপরাধী লোকটির কথার প্রেক্ষাপট	২৭
উপসংহার	: চোরের সুসমাচার	৩১
এ্যাপেন্ডিস	: লূক ২৩:৪৩ পদের গ্রীক লেখনী	৩৪
প্রশ্নাবলী	:	৩৬

লূক ২৩:৩৩, ৩৯-৪৩পদ

“পরে মাথারখুলি নামক স্থানে গিয়া তাঁহারা তথায় যীশুকে এবং সেই দুই দুষ্কর্মকারীকে ক্রুশে দিল, এক জনকে তাহার দক্ষিণ পার্শে ও অন্য জনকে বাম পার্শে রাখিল।... আর যে দুই দুষ্কর্মকারীকে ক্রুশে টাঙ্গান গিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন তাঁহাকে নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিল, ‘তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট ? আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর’। কিন্তু অন্য জন উত্তর দিয়া তাঁহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ‘তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমি ত একই দণ্ড পাইতেছ। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাইতেছি; কারণ যাহা যাহা করিয়াছি, তাহারই সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপরাধ কিছুই করেন নাই’। পরে সে কহিল, ‘যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন’। তিনি তাহাকে কহিলেন, **‘আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে’**।”

ভূমিকা: অপূর্ব এক প্রতিজ্ঞা

প্রথমত: একটি প্রতিজ্ঞার বিশেষ দিক কোনটি? অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, মুখে কথা বলা সহজ এবং প্রতিজ্ঞাও আসলে এমন একটা বিষয় হতে পারে যে, মুখে মুখে প্রতিজ্ঞা করে পরক্ষনেই তা ভেঙ্গে ফেলা যায়। সে যাই হোক, এই পুস্তিকাটি বাইবেলের বিষয় নিয়ে লেখা এবং আমরা এটি আশা করব, সকলে নিশ্চয় এ বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হবেন যে, মানুষের প্রতিজ্ঞার চেয়ে ঈশ্বরীয় বা বাইবেলীয় প্রতিজ্ঞা একেবারে ভিন্ন ধরনের। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর আদম-এর কাছে ও হবার কাছে, অব্রাহামের কাছে, রাজা দায়ূদের কাছে এবং অন্যান্য অনেকের কাছে প্রতিজ্ঞা করছেন। এইসব প্রতিজ্ঞা একারনেই এত গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ যে গুলি পূরণ করা হবে এটা আমরা নিশ্চিত জানি। একইভাবে যীশুর প্রতিজ্ঞাগুলি সত্য এবং পুরাতন নিয়মে কয়েকশত প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে। যীশুর এমন শত শত প্রতিজ্ঞার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে তিনি যখন ক্রুশারোপিত হন তখন তার দু'পাশে যে দু'জন ব্যক্তিকে ক্রুশারোপিত করা হয়েছিল তার একজনকে তিনি যে প্রতিজ্ঞাটি করেছিলেন। তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আগে এটি ছিল যীশুর শেষ প্রতিজ্ঞা ।

যীশুর ডান পাশের এই চোরের সাথে যীশুর কথা বলার কাহিনী সব জায়গায় সব খ্রীষ্টিয়ানরাই খুব পছন্দ করেন। এখানে এমন একজন লোকের কথা বলা হয়েছে যিনি শুধু অন্য আর দশজন লোকের মত নয়, তিনি একজন পাপী কিন্তু তিনি নিজের পাপ নিজে বুঝতে পেরে তার শাস্তি (মৃত্যুদন্ড) কে তিনি মেনে নিয়েছেন, এবং এমনকি তা মানুষের অত্যন্ত নিম্নমানের বা অপমানজনক হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা গ্রহণ করেছেন। এতসব দেখেও প্রভু যীশু শুধু যে তাকে ক্ষমা করলেন তা নয়, বরং তাকে মৃত্যুর পরে নতুন জীবন দানেরও প্রতিজ্ঞা করলেন। এই চোরের প্রতি আরও প্রতিজ্ঞা করা হয় যে, মৃত্যুর পর তার নতুন জীবনে তিনি খ্রীষ্টের সাথে বসবাস করবেন। সুতরাং এই অপরাধী ব্যক্তিটি, যার সম্পর্কে আমরা কেউ কিছু জানি না, এমনকি তার নামটি পর্যন্ত জানি না, তিনিই শিষ্যদের বাদে নতুন নিয়মের প্রথম ব্যক্তি (মথি ১৯:২৮) যাকে পরমদেশ নামক স্থানে থাকবার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

ক্রুশের উপরের চোর-এর কাহিনী শুধুমাত্র এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, পরমদেশ প্রদানের প্রতিজ্ঞাটি সুসমাচারের একটি কেন্দ্রিয় বা মুখ্য বিষয়, বরং এই ঘটনা দেখায় যে, একজন সত্যিকার অনুশোচনা বা অনুতাপকারীর প্রতি যীশু ক্ষমা দান করবার ব্যাপারে কতটা আগ্রহী, তার অতীত জীবনে সে ব্যক্তি যত জঘন্য অপরাধই করে থাকুক না কেন।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে অন্য আর একটি কারণে যীশুর ক্রুশারোপনের এই অংশটি অনেকের কাছে বেশ জনপ্রিয়। কারণ বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়মের মধ্যে মাত্র এই একটি জায়গাতেই এ বিষয়টির উল্ল্যেখ করা হয়েছে যে, মানুষ মারা গেলে স্বর্গে চলে যায়। এটা সাধারণভাবে জনপ্রিয় একটি ধারণা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টির উপস্থাপনা সবথেকে পরিস্কার ভাবে করা হয়েছে লূক ২৩:৪৩ পদে :

> " ... আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে"।

'স্বর্গে যাবার'- মত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিরল উপস্থিতির কারণে গোটা বাইবেলে এটি অতি পরিচিত একটি অংশ হয়ে উঠেছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি ভুল

দুঃখজনক হলেও সত্য জনপ্রিয় এই পদটি বাইবেল অনুবাদকের বেশ সাধারণ অথচ সহজেই হয়ে যায় এমন একটি অনুবাদের ভুল। আর একবার এই ভুলটি ধরা পড়লে সকলে যে অর্থে এই পদটির অর্থ বুঝতে চায় ঠিক তার বিপরীত বা ভিন্ন অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যে ঘটনাটি এখানে ঘটেছে তা হচ্ছে, নতুন নিয়মের সমস্ত পান্ডুলিপি বড় হাতের অক্ষরে লেখা হয়েছে কোন প্রকার যতিচিহ্ন বা বিরতি চিহ্ন ছাড়াই যেমন, দাড়ী, কমা, প্রশ্নবোধক চিহ্ন ইত্যাদি চিহ্ন ছাড়াই। ফলে এটা সম্পূর্ণভাবে অনুবাদকের দায়িত্বে এসে গেছে যে, কোথায় তিনি ঐসব চিহ্ন দিবেন বা কোথায় একটি বাক্য শেষ করবেন, বা বিরতি দিবেন বা শেষ করবেন ও শুরু করবেন :

উদাহরন স্বরূপ ঃ

> ITELLYOUTHETRUTHTODAYYOUWILLBE
> WITHMEINPARADISE

ফলে যখন একজন অনুবাদক এই আদি পান্ডুলিপি পান তখন সাধারণত এটি করবেন

> “I tell you the truth today you will be with me in paradise”

যে কোন অনুবাদক সম্ভাব্য দুই রকমভাবে আদি পদটিকে লিখতে পারেন ঃ

> (ক) Today I tell you the truth: you will be with me in paradise. “অদ্য আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে।”
>
> অথবা
>
> (খ) I tell you the truth: you will be with me in paradise today. “আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে অদ্যই উপস্থিত হইবে।”

এক্ষেত্রে সহজেই যে বিষয়টি প্রকাশ করা যায় তা হচ্ছে বেশি বিশ্লেষণ না করেই বলা যায় যে, প্রথম ‘ক’ নম্বর অনুবাদটিই সঠিক এবং তিনটি উপায়ে এটি প্রমান করা যায়: -

১. বাইবেলের অন্যান্য অংশের সাথে মিশিয়ে ঃ

বাইবেলের কঠিন পদগুলিকে বোঝার ক্ষেত্রে সবথেকে ভালো যে উপায়টি বেছে নেওয়া যায় তাহচ্ছে, বাইবেলের নিজস্ব ব্যাখ্যা গ্রহণ করা। যে কেউ এটা বিশ্বাস করেন, বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, যা মানুষের মংগলের জন্য দেওয়া, তবে একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, বাইবেল কখনই নিজের বিরোধিতা করতে পারে না। বাইবেলের পাঠকদের একটি বিষয়ে একমত হওয়ার কথা যে, বাইবেলের পদগুলির ব্যাখ্যার ভিন্নতা ঘটে এর নিজস্ব দুর্বলতার জন্য নয়, কিছু মানুষের বোঝার পার্থক্যের কারণে, কখনই ঈশ্বরের বাক্যের কোন দুর্বলতার কারণে নয়।

২. আলোচ্য প্রসংগ থেকে ঃ

কেন, কিভাবে, কখন ও কোথায় কোন কথা বলা হয়েছে বা লেখা হয়েছে তা ততখানিই অর্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় যতটা, ঐ নির্দিষ্ট শব্দটি এককভাবে তার অর্থ প্রকাশ করে। এই ছোট পুস্তিকাটির শেষ পর্যায়ে এই বিষয়টি প্রকাশ করবার আশা পোষণ করা যায় যে, ক্রুশারোপিত যীশুর পাশের ঝুলন্ত চোরটির প্রতি বলা যীশুর কথাগুলি বিশ্বের সকল মানুষের প্রতি একটি বিশাল ইতিবাচক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিজ্ঞা। যা ভবিষ্যতের জন্য খুবই বাস্তব একটি প্রত্যাশা এবং স্বর্গে যাবার বিষয়ে। "অমরণশীল আত্মা" সম্পর্কিত যে জনপ্রিয় প্রত্যাশাটির কথা বলা হয় তার থেকে চোরের কাছে বলা যীশুর কথাটি আরও অনেক বেশি বড় প্রত্যাশার।

৩. আদি গ্রীক পান্ডুলিপি থেকে ঃ

যেহেতু গ্রীক পান্ডুলিপির উপর গ্রীক ভাষার ব্যাকারণ নিয়ে এই পদটির উপর আলোচনা করা হবে। এই জটিলতা হয়ত সকলে পড়তে পছন্দ নাও করতে পারেন। এজন্য এই আলোচনাটি পুস্তিকার শেষে দেওয়া পরিশিষ্ট অংশে আলোচনা করা হয়েছে। যারা আগ্রহী সেখান থেকে পড়ে নিতে পারেন।

প্রথম অংশ ঃ
বাইবেলের অন্যান্য অংশ কি শিক্ষা দেয়

স্বর্গ

যেহেতু বাইবেল সম্পর্কিত বহু বিশ্বস্ত লোক মনে করেন যে, ক্রুশের উপরের চোর বা অপরাধী লোকটি স্বর্গে গিয়েছিলেন, সেজন্য এই ধারণাটি আসলেই সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্য বাইবেলের অন্যান্য অংশে এ সম্পর্কে কি বলা হয়েছে তা দেখা দরকার। যদি আমরা কনকর্ডেন্স কিংবা ইনডেকস দেখি তাহলে খুব তাড়াতাড়িই লক্ষ্য করতে পারব স্বর্গ কেবলমাত্র ঈশ্বর ও স্বর্গদূতদের জন্য এবং কখনই, এমনকি একবারের জন্যেও মানুষকে সেখানে থাকবার জন্য বলা হয়নি-

> "স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।" (গীতসংহিতা ১১৫:১৬)
>
> "সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিতে চাহিলেন, বুদ্ধিপূর্বক কেহ চলে..." (গীতসংহিতা ১৪:২)

একই মৌলিক সত্য, স্বর্গ ঈশ্বরের, পৃথিবী মানুষের - এই বিষয়টি আরও দুটি খুব পরিচিত বাইবেলের অংশে পাওয়া যায়। যেমন, "পর্বতে দত্ত উপদেশ" ও প্রভুর প্রার্থনায় ঃ

> "ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে" (মথি ৫:৫, যেটি গীতসংহিতা ৩৭:৯, ১১, ১২ পদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে)।
>
> "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ, তোমার ... যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হউক।" (মথি ৬:৯-১০)

লক্ষ্য করুন এখানে কখনই বলা হয়নি যে, "মৃদুশীলরা স্বর্গে যাবে"। আবার এ বিষয়ে যদি কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে তা সম্পূর্ণভাবে দূর করবার জন্য এ পদটি ব্যবহার করা যায় ঃ

> "কেননা দায়ূদ স্বর্গারোহণ করেন নাই" (প্রেরিত ২:৩৪)।

> “আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন” (যোহন ৩:১৩)।

স্বর্গে যাবার ব্যাপারে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছেন যীশু নিজে, যিনি মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়ে উঠার ৪০ দিন পর জৈতুন পর্বতের উপর থেকে সকলের সামনে স্বর্গে চলে যান। যেন সেখানে ঈশ্বরের ডান পাশে বসতে পারেন এবং একদিন যেন স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে - ঠিক যেভাবে স্বর্গদূত এ বিষয়ে শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন ঃ

> “গালীলীয় লোকেরা, তোমরা আকাশের দিকে দৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? এই যে যীশু তোমাদের নিকট হইতে স্বর্গে ঊর্ধ্বে নীত হইলেন, উহাঁকে যেরূপে স্বর্গে গমস করিতে দেখিলে, সেইরূপে উনি আগমন করিবেন” (প্রেরিত ১:১১)।

কিন্তু এটা অবশ্যই গুরুত্ব দিয়ে দেখবার দাবী রাখে যে, খ্রীষ্ট ব্যতিক্রম। আর এটা একারণে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, পৌল খ্রীষ্টকে “প্রথম ফল” (“অগ্রিমাংশ”) (১ম করিন্থীয় ১৫:২০) বলেছেন। এবং “মৃতগণের মধ্য হইতে প্রথমজাত” (কলসীয় ১:১৮) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ আদম-এর পর থেকে কোন লোক যদি স্বর্গে গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় পৌলের কথা মিথ্যা, তাহলে যীশু কখনই ‘প্রথম ফল’ কিংবা ‘মৃতদের মধ্যে প্রথমজাত’ হতে পারেন না। আরও একটি বিবেচনার বিষয় হচ্ছে যদি মানুষ মারা যাবার পর স্বাভাবিকভাবে স্বর্গে যাবে, তাহলে যীশু খ্রীষ্টের জীবন ও মৃত্যুের মাধ্যমে অতিরিক্ত অর্জন বা অর্থ কি থাকতে পারে ?

যীশুকে “মৃতদের মধ্যে প্রথমজাত” হিসাবে উল্লেখ করার কারণে আগের তিনজন ব্যক্তির ব্যাপারে সম্ভাব্য কিছু প্রশ্ন এসে যায় - ইনোখ, ইলীশায় ও লাসার। যারা খ্রীষ্টের আগেই স্বর্গে গিয়েছেন বলে অনেকের ধারণা রয়েছে। এই তিনটি ব্যতিক্রম আমরা পরবর্তী অন্য আর একটি পুস্তিকায় আলোচনা করব, এজন্য এখানে আর এ বিষয়ে বিস্তারিত কোন আলোচনা করব না। তবে সংক্ষেপে শুধু এইটুকু বলব যে, ইনোথ ও ইলীশায় সম্পর্কে যে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল (ইব্রীয় ১১:১৩) সে অনুসারে তাদের মৃত্যু হয়নি, অন্যান্য ভাববাদীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য (ইব্রীয় ১১:৩৯-৪০)। আর লাসার ও ঐ ধনী লোকের যে কাহিনী (লূক ১৬ অধ্যায়)

রয়েছে তা মূলত দৃষ্টান্তের রূপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটি কখনই সরাসরি সত্য বা বাস্তব ঘটনা নয়।

তবে এই সত্যটি অবশ্যই আমাদের সামনে প্রকাশিত হবে যে, একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে যীশু খ্রীষ্ট, যিনি "মৃতগণের মধ্যে প্রথমজাত", তার উদাহরণ ছাড়া বাইবেলের কোথাও মৃত মানুষের জীবিত হয়ে উঠে স্বর্গে যাবার কোন উদাহরণ বা নজির নাই এবং বাইবেল কখনই এবিষয়টি সমর্থন করে না ঃ

> "আর স্বর্গে কেহ উঠে নাই; কেবল যিনি স্বর্গ হইতে নামিয়াছেন, সেই মনুষ্যপুত্র, যিনি স্বর্গে থাকেন" (যোহন ৩:১৩)।

বাইবেলে মৃত্যু বলতে প্রকৃতই মৃত্যু বোঝানো হয়েছে ঃ

বাস্তব বিষয়টি হচ্ছে বাইবেল কখনই এশিক্ষা দেয় না যে, মানুষ মারা যাবার পর স্বর্গে চলে যায়। তবে কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ত আশ্চর্য্য কোন কিছু ঘটতেও পারে, সে বিষয়ে বাইবেল স্পষ্ট কোন ধারণা দেয় না, কারণ বাইবেল কখনই মানুষের সর্বশেষ গন্তব্য সম্পর্কে অস্পষ্ট কোন ধারণা দেওয়া হয়নি।

> "তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে" (আদিপুস্তক ৩:১৯)।
>
> "... তুমি তাহাদের বিশ্বাস হরণ করিলে তাহারা মরিয়া যায়, তাহারা ধূলিতে প্রতিগমন করে" (গীতসংহিতা ১০৪:২৯)।
>
> "কেননা মনুষ্য-সন্তানদের প্রতি যাহা ঘটে, তাহা পশুর প্রতিও ঘটে, সকলেরই প্রতি একরূপ ঘটনা ঘটে; এ যেমন মরে, সে তেমনি মরে; এবং তাহাদের সকলেরই নিশ্বাস এক; পশু হইতে মানুষের কিছু প্রাধান্য নাই, কেননা সকলই অসার" (উপদেশক ৩:১৯)।

এইসব বিষয়ের অতুষ্ঠিকর সত্য ও একই ধরণের পদগুলিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেখা যায়, যার জন্য অবশ্য মৃত ব্যক্তির দেহের বর্ণনা দেওয়া যায়, যার দ্বারা হয়ত কোন রকম একটি ব্যাখ্যা খাড়া করানো যায়, কিন্তু বাইবেল সবসময়ই যা বলে তা একেবারে স্পষ্ট করে বলে ঃ

> “কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না, পাতালে কে তোমার স্তব করিবে ? (গীতসংহিতা ৬:৫)।
>
> “কারণ জীবিত লোকেরা জানে যে, তাহারা মরিবে; কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না, এবং তাহাদের আর কোন ফলও হয় না, কারণ লোকে তাহাদের বিষয় ভুলিয়া গিয়াছে” (উপদেশক ৯:৫)।
>
> “তোমার হস্ত যে কোন কার্য করিতে পায়, তোমার শক্তির সহিত তাহা কর; কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পাতালে কোন কার্য কি সংকল্প, কি বিদ্যা, কি প্রজ্ঞা, কিছুই নাই” (উপদেশক ৯:১০)।
>
> “কেননা মৃতগণের উত্থাপন যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও উত্থাপিত হন নাই । আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলীক, এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ। সুতরাং যাহারা খ্রীষ্টে নিদ্রাগত হইয়াছে, তাহারাও বিনষ্ট হইয়াছে” (১ম করিন্থীয় ১৫:১৬-১৮)।
>
> “কিন্তু, হে ভ্রাতৃগণ, আমরা চাহি না যে, যাহারা নিদ্রাগত হয়, তাহাদের বিষয়ে তোমরা অজ্ঞাত থাক; যেন যাহাদের প্রত্যাশা নাই, সেই অন্য সকল লোকের মত তোমরা দুঃখার্ত না হও । কারণ প্রভু স্বয়ং আনন্দধ্বনি সহ, প্রধান দূতের রব সহ এবং ঈশ্বরের তূরীবাদ্য সহ স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিবেন, আর যাহারা খ্রীষ্টে মরিয়াছে তাহারা প্রথমে উঠিবে” (১ম থিষলনীকীয় ৪:১৩, ১৬ পদ)।

বাইবেলে মৃত্যু বলতে ঠিক মৃত্যুই এবং জন্ম বলতে ঠিক জন্মই বোঝানো হয়েছে। প্রত্যেকেই এবিষয়ে একমত হবেন যে, মাটি দিয়ে ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করার আগে আদম-এর কোন অস্তিত্ব ছিলনা। বাইবেল বলে, একইভাবে মানুষ মৃত্যুতে তার অস্তিত্ব হারানোর পর তার সমস্ত কিছু মাটতে বিলীন হয়ে যায় বা মিলিয়ে যায় ঃ

> “তুমি ঘর্মাক্ত মুখে আহার করিবে, যে পর্যন্ত তুমি মৃত্তিকায় প্রতিগমন না করিবে; তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছ; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিতে প্রতিগমন করিবে” (আদিপুস্তক ৩:১৯)।

মৃত্যু সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা ঃ

মৃত্যু কোন সুখকর বিষয় নয়। বাইবেল যে সম্পূর্ণ মৃত্যুর কথা বলে তা বেশ জটিল। আমাদের অনেকেই হয়ত আমরা কাউকে না কাউকে খুব ভালোবাসি যিনি হয়ত মারা গেছেন এবং খুব স্বাভাবিক (প্রকৃতিগত) কারণেই আমরা হয়ত তাদের জন্য কিছু আশা ধরে রাখতে চেষ্টা করি। এরপর আমরা যদি সৎ হই তাহলে বলতে হবে আমাদের ক্ষেত্রেও আমরা তেমনি একটি ভালো অবস্থানে যাবার কথা চিন্তা করি। কেউই আসলে মৃত্যুকে স্বাগত জানায় না, কারণ বাইবেল বলে ঃ

> "... কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না ..." (উপদেশক ৯:৫)।

অন্যান্য ধর্মগুলি মৃত্যুকে সর্বশেষ অবস্থা বা চুড়ান্ত হিসাবে গ্রহণ করে না। বৌদ্ধধর্ম, ইসলাম, হিন্দুধর্ম, আত্মা সম্পর্কিত ধর্মগুলি এবং অন্যান্য অনেক ধর্ম-সকলেই একটি বিষয়ে একমত যে, কোন ব্যক্তি মারা যাবার পরেও তার জীবন চলতে থাকে। সবধরনের বিপক্ষ যুক্তি-প্রমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ খুব প্রকৃতিগত বা স্বাভাবিক কারণেই এটা বিশ্বাস করতে চায় যে, সে অমরণশীল। অনেকটা একারণেই বহু খ্রীষ্ট মন্ডলীও তাদের মতবাদের মধ্যে পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যেও এ বিষয়টি খুব দুঃখজনকভাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়ে নিয়েছে।

অনেক দিক দিয়েই বাইবেলের শিক্ষা অপূর্ব এক সত্য এবং অন্যসব বিশ্বাস থেকে এই খ্রীষ্ট বিশ্বাস যে কত মহান, কত পার্থক্য, তা এর মৃত্যু এবং জগতের অন্যান্য সমস্যা বা প্রশ্ন সম্পর্কে এর অব্যর্থ বা অনিবার্য দৃঢ়তা থেকে বোঝা যায়। এবং এর সম্পূর্ণ পুর্ণাংগতা, যা দ্বারা সমস্ত সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। মানুষের ধর্মগুলি সাধারণত মাংসিক দেহ ও এই পৃথিবী থেকে মুক্তির পথ খোজে, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার মৌলিক ভাবেই মানুষ ও জগতকে সঠিক গন্তব্যে নিয়ে যাবার কথা বলে এবং 'আত্মার জগতে' এদের নিয়ে যাবার কোন কথা বলে না। জনপ্রিয় ধারণা যেখানে স্বর্গে যাবার', সেখানে খ্রীষ্টিয়ান ও ন-খ্রীষ্টিয়ান সকলেই ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনিবার্য ভাবে আত্মকেন্দ্রিক হিসাবে নিজেদেরকে বিবেচনা করার বিষয়টি বেশি আকর্ষনীয় হিসাবে দেখেন। আর যখন আমরা এমন আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা করি এভাবে যে, খুব সম্ভবত আমরা পরম কোন স্বর্গসুখের পথে যাবো আমাদের দেহ থেকে আত্মা পৃথক হবার পর তখন লক্ষ লক্ষ মানুষ পিছনে পড়ে থাকবে পরিত্রান বিহীন অবস্থায় দুঃখ-কষ্টের মাঝে এই পৃথিবীতে ।

আত্মা বাইবেল সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয় ?

অনন্ত জীবন সম্পর্কে বাইবেল অনেক কথা বলে, তবে সেইসব শিক্ষনীয় কথাগুলি গ্রহণ করবার আগে পাঠকের উচিত একটি সাদা কাগজে কাজ শুরু করা।

বাইবেলের শব্দগুলি বোঝার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা আছে, তাহচ্ছে নির্দিষ্ট কোন শব্দের আদি অর্থ যা সেটা না বুঝে আমরা সাধারণত ঐ শব্দটি সম্পর্কে আমাদের পুর্বধারণাগত অর্থ দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করি, ফলে তার অর্থ ভিন্নভাবে আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। উদাহরন স্বরুপ, একজন পাঠক নতুন নিয়মে ‘মানুষের আত্মা’ সর্ম্পকিত রেফারেন্স খুজে বের করবার চেষ্টা করছেন। “অহো” বা “ইস”-এর রেফারেন্স পাঠকদের এটি বোঝাতে চেষ্টা করে যে, “মানুষের একটি আত্মা আছে” এবং “মানুষের জীবনের এই অংশটি তার মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব সম্পন্ন থাকে”। কিন্তু এক্ষেত্রে পাঠকরা ভূল রেফারেন্সের কারণে ভূল অর্থ বোঝার চেষ্টা করছেন। অথচ SOUL বা “আত্মা” শব্দটি বাইবেলের আদি পান্ডুলিপিতে যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছিল সেই প্রকৃত অর্থেই বুঝতে হবে।

সুতরাং বাইবেল যখন বলে, আত্মা মারা যায়... সেটির সঠিক রেফারেন্স হবে-

> “যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে” (যিহিষ্কেল ১৮:৪, ২০পদ)
>
> “... যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে” (যাকোব ৫:২০)
>
> “... সব প্রাণী মারা গেল” (প্রকাশিত বাক্য ১৬:৩)।

... এবং ঈশ্বর এমনকি আত্মাও ধ্বংস করতে পারেন ঃ

> “আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর” (মথি ১০:২৮)।

... তাহলে বাইবেল থেকে এবিষয়টি পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে, আত্মা অমরণশীল নয়।

সৃষ্টির সময়ে ফিরে যাই ঃ

সব থেকে ভালো হয় যদি আমরা একটি সাদা কাগজ নিয়ে বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টির বা শুরুর সময়গুলি সম্পর্কে দেখি ঃ

> “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুষ্যকে) নির্মাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন; তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল” (আদিপুস্তক ২:৭)।

পুরাতন নিয়মের আদি ভাষার পান্ডুলিপি লেখা হয় হিব্রুতে এবং প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদ “কিং জেমস্ ভার্সান” বাইবেলে এখানে লেখা হয়েছে “লিভিং সোল” (বা “জীবন্ত আত্মা”), যার অর্থ আত্মাটি মৃত নয় জীবিত। পুরাতন নিয়মের এই পদটি নতুন নিয়মেও উদ্বৃত করা হয়েছে :

> “এইরূপ লেখাও আছে, প্রথম ‘মনুষ্য’ আদম ‘সজীব প্রাণী হইল’ শেষ আদম জীবনদায়ক আত্মা হইলেন” (১ম করিন্থীয় ১৫:৪৫)।

আবার নতুন নিয়ম যে ভাষায় লেখা হয়েছিল সেই গ্রীক ভাষাতেই ‘জীবন্ত’ ও ‘আত্মা’ এই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। ‘জীবন্ত আত্মা’ এইভাবে উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যৎসামান্য সমস্যা এসে যায়, কারণ বাইবেলের বহুস্থানে এই উদাহরন দেওয়া আছে যে, ‘আত্মা’ মারা যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ে মানুষ সৃষ্টির সময় যেসব কথা বলা হয়েছে তা থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে, মানুষ অমরণশীল নয়। এর প্রমান পাওয়া যায় পরবর্তী অধ্যায়ে, যেখানে আদম ও হবা ঈশ্বরের অবাধ্য হবার কারণে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা আবার ধুলিতে মিশে যাবে।

অন্য কোন বই-পুস্তকে, কিংবা অন্য কোন ধর্মে কিংবা জনপ্রিয় কোন সাহিত্য ‘আত্মা’ সম্পর্কে যে গুরুত্বপুর্ণ কথাই থাকুক না কেন, এটা মনে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, বাইবেল বলে আত্মা মরণশীল সবসময়ই ঃ

আদিপুস্তক ২ ও ৩ অধ্যায়ে এ বিষয়ে কিছু গাণিতিক সমীকরন রয়েছে ঃ

ধুলি + নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস = জীবন্ত আত্মা (আদিপুস্তক ২:৭)

জীবন্ত আত্মা – নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস = ধুলি (আদিপুস্তক ৩:১৯)

‘আত্মা’ ও ‘ধুলি’ যেসব জায়গায় উল্লেখ রয়েছে সেখানকার কোথাও মানুষের জীবন্ত আত্মার মরণশীলতার প্রমান দেওয়া হয়নি। আবার যেভাবে বাইবেল শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বলে, তা হচ্ছে ঈশ্বর যে শ্বাস-প্রশ্বাস (সাময়িকভাবে) মানুষের নাসিকায় প্রবেশ করান। এজন্য বাইবেল আসলে শ্বাস-প্রশ্বাস ও এবিষয়ক শব্দ ‘আত্মা’ সম্পর্কে কি বলে তা যাচাই করে দেখা দরকার।

আত্মা - ‘স্পিরিট’ ঃ

‘স্পিরিট’ শব্দটিকে প্রায়ই ‘সোল’ শব্দের সমার্থক শব্দ হিসাবে বোঝানো হয়ে থাকে, কিন্তু বাইবেল কখনই এভাবে অন্য আর একটি শব্দের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। বাইবেলে স্পিরিট শব্দটি প্রথম যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তা জীবন্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও তা মানুষের ক্ষেত্রে নয় বরং নোহের জাহাজে তোলার জন্য পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে (আদিপুস্তক ৬:১৭ ও ৭:১৫)। তবে স্পিরিট-এর মৌলিক অর্থ বোঝানোর জন্য মানুষের নাসিকায় প্রাণবায়ু প্রবেশ করানোর প্রক্রিয়াটিকে তুলে ধরা হয়েছে।

> “স্থলচর যত প্রাণীর নাসিকাতে প্রাণবায়ুর (আত্মা) সঞ্চার ছিল, সকলে মরিল” (আদিপুস্তক ৭:২২)।

ঠিক আজকের মতই বাইবেলের সময়েও অনেক মানুষ বিশ্বাস করতেন ‘আত্মা’ এক বা একাধিক সত্ত্বা হিসাবে। উদাহরনস্বরুপ, আমরা দেখি সুসমাচারগুলিতে ‘অশুচি আত্মা’র বহু উল্লেখ রয়েছে। মনেকরা হত এরা মানুষের রোগ-ব্যাধির জন্য দায়ী। কিন্তু এটি পৃথক একটি বিষয় (এবং অন্য আর একটি পুস্তিকায় আলোচনা করা হবে)। এখানে আত্মা নিয়ে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রিয় বিষয়টি হচ্ছে বাইবেল আমাদেরকে এবিষয়ে কি শিক্ষা দেয় যে, আত্মা মানুষ মৃত্যুর পর স্বর্গে যায় কি যায় না ।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে আত্মা (‘সোল’), জীবন, শ্বাস-প্রশ্বাস ও ‘স্পিরিট’ এই শব্দগুলি এমন একটি অর্থ প্রাসঙ্গিকতার কথা বলে যেখানে বাইবেলের অনুবাদকরা বাইবেলের কাহিনীর ধারাবাহিক প্রাসঙ্গিকতাকে রক্ষা করতে পারেন না। উদাহরন স্বরুপ, অনেক অনুবাদক ‘আত্মা’ (সোল - ংড়ঁষ) শব্দটিকে কখনো ‘আত্মা’ হিসাবে, আবার কখনো ‘জীবন’ হিসাবে, আবার কখনো এমন কোন ভিন্ন শব্দ দিয়ে প্রকাশ

করা হয়েছে। এগুলি সবই নির্ভর করে ‘আত্মা’ সম্পর্কিত ধারণাটি কোথায় কিভাবে প্রযোজ্য হয় তার উপর। সাধারণ কোন সাহিত্য, যেমন কোন প্রবন্ধ অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা ঠিক আছে কিন্তু বাইবেলের মত কোন পবিত্র শাস্ত্র অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি বিষয়, বিপদজনকও বটে। আর এই ভাবেই পাঠকেরা আসল লেখকের মনোভাব বোঝার আগেই অনুবাদকের মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যান। ফলে গোটা আলোচনা প্রসঙ্গই বিভ্রান্তিকর হয়ে পড়ে। অবশ্য যারা একটু সচেতন পাঠক তারা বাইবেলের কিছু মৌলিক সহায়ক পুস্তক, যেমন, কনকর্ডেন্স ইত্যাদি দ্বারা লেখক ঠিক বোঝাতে চেয়েছেন তা উদ্ধার করার চেষ্টা করতে পারেন এবং এভাবে আজকের অধিকাংশ সচেতন পাঠকরা আদি অর্থ ও লেখকের আসল মনোভাবটি বোঝার চেষ্টা করেন। আদি শব্দগুলির বিষয়বস্তু একটু একপাশে সরিয়ে রেখে, প্রত্যেক পাঠকের উচিত ভিত্তি হিসাবে আদি পুস্তকটি সহজ-সরলভাবে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পড়ে যাওয়া এবং এক অংশের একটি শব্দের সাথে অন্য অংশের একই শব্দের কি অর্থ বোঝানো হয়েছে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা। সোল ও স্পিরিট সম্পর্কে নানা প্রকার জনপ্রিয় সব ভ্রান্ত শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও বাইবেলের নিজস্ব শিক্ষা ও যীশুর নিজের শিক্ষা জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে একেবারে পরিস্কার। উদাহরন স্বরুপ, বাইবেলের অন্য কোথাও আর এব্যপারে ভিন্ন কোন বা বিতর্কিত কথার উল্যেখ নাই যে, ঈশ্বর কিভাবে আদমকে সৃষ্টি করলেন।

আত্মা (‘স্পিরিট’) সম্পর্কে খ্রীষ্টের শিক্ষা ঃ

বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে একমাত্র ব্যক্তি যিনি সরাসরি স্বর্গে চলে যান। তাঁর মৃত্যুর পর বাইবেল তাঁর সম্পর্কে কি বলে সেটা একটু দেখা প্রয়োজন। আসলে কি তিনি মৃত্যুর পর “আত্মা” হিসাবে ছিলেন ? এ ব্যাপারে খ্রীষ্টের নিজস্ব উত্তরটি বেশ জোরালো হচ্ছে, “না”। দয়া করে লক্ষ্য করুন, যীশু পুনরুত্থানের পর তাঁর শিষ্যদের সামনে প্রথম দেখা দেবার সময় যে কথাগুলি বলেছিলেন, সেখানে “স্পিরিট” শব্দের জন্য যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

> “তাহারা পরস্পর এই সকল কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে তিনি নিজে তাহাদের মধ্যস্থানে দাঁড়াইলেন, ও তাহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের শান্তি হউক। ইহাতে তাহারা মহাভীত ও ত্রাসযুক্ত হইয়া মনে করিলেন,

> আত্মা ('স্পিরিট') দেখিতেছি। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, কেন উদ্বিগ্ন হইতেছ? তোমাদের অন্তরে বিতর্কের উদয়ই বা কেন হইতেছে? আমার হাত ও আমার পা দেখ, এ আমি স্বয়ং; আমাকে স্পর্শ কর, আর দেখ; কারণ আমাকে যেমন দেখিতেছ, আত্মার ('স্পিরিট') এরূপ অস্থি-মাংস নাই।" (লূক ২৪:৩৬-৩৯)।

এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে, স্পিরিট সম্পর্কে শিষ্যদের ভ্রান্ত ধারণা থাকার কারণে খ্রীষ্ট নিজের দেহ যে বাস্তবে ও প্রকৃতপক্ষে সত্য তিনি যে আবার জীবন্ত সেটা শিষ্যদের কাছে প্রমান করতে গিয়ে তিনি দুঃখিত হন:

> "ইহা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে হাত ও পা দেখাইলেন। তখনও তাহারা আনন্দ প্রযুক্ত অবিশ্বাস করিতেছিলেন এবং আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছিলেন, তাই তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের কাছে এখানে কি কিছু খাদ্য আছে? তখন তাহারা তাহাকে একখানি ভাজা মাছ দিলেন। তিনি তাহা লইয়া তাহাদের সাক্ষাতে ভোজন করিলেন।" (লূক ২৪:৪০-৪৩)

মৃত্যুর পরে যে, যীশু 'আত্মা' বা 'স্পিরিট' হিসাবে ছিলেন তা প্রমান করবার জন্য যীশুকে কেন এত চেষ্টা করতে হয়েছিল? বাইবেল এবিষয়ে স্পষ্ঠ শিক্ষা দেয় যে, আত্মা বা 'সোল' মারা যায়। খ্রীষ্ট তাঁর তখনকার ও আজকের শিষ্যদের কাছে আশা করেন যে, তারা এই ধারণাটি গ্রহণ করবেন যে, তাদের পুনরুত্থানের অর্থ, দৈহিক পুনরুত্থান, কখনই তা মৃত্যুর পর শুধু আত্মিক বা স্পিরিট এর পুনরুত্থান হয় ।

নিদ্রা বা ঘুম, পুনরুত্থান ও অনন্ত জীবন

বাইবেলের অনেক পদেই মৃত্যু বোঝাতে 'নিদ্রা' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে। মৃত্যুর পর "আত্মা" ('সোল') যে জীবিত থাকে এবং স্বর্গ কিংবা এমন কোন আত্মার জগতে থাকে - ন-খ্রীষ্টিয়ান এই ধারণা 'নিদ্রা' সম্পর্কিত পদগুলি প্রত্যাখান করে বাইবেল বলে মানুষের একমাত্র আশা হচ্ছে, মৃত্যুর গহ্বর বা কবর থেকে জীবিত হয়ে ওঠা:

> "আর মৃত্তিকার ধূলিতে নিদ্রিত লোকদের মধ্যে অনেকে জাগরিত হইবে - কেহ কেহ অনন্ত জীবনের উদ্দেশে" (দানিয়েল ১২:২) ।

সবসময়ই এই ধরনের কিছু লোক রয়েছে যারা বিশ্বাস করে না যে, সমস্ত মৃত মানুষ যারা কবরে আছেন তারা সেই দিন পর্যন্ত নিদ্রিত থাকবেন যেদিন পর্যন্ত না তাদেরকে জীবিত করে তোলা হবে । কিন্তু পৌল এব্যাপারে জোরালো বিরোধীতা করেছেন এভাবে যে, কেউ যদি এটা বিশ্বাস না করে যে, খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের পুনরুত্থান রয়েছে, তবে তারা খ্রীষ্টের পুনরুত্থানেও বিশ্বাস করতে পারে না এবং তারা নিজেদেরকে খ্রীষ্টিয়ান হিসাবেও দাবী করতে পারে না :

> "খ্রীষ্ট যখন এই বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন যে, তিনি মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তখন তোমাদের কেহ কেহ কেমন করিয়া বলিতেছ যে, মৃতগণের পুনরুত্থান নাই? মৃতগণের পুনরুত্থান যদি না হয়, তবে খ্রীষ্টও ত উত্থাপিত হন নাই। আর খ্রীষ্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত আমাদের প্রচারও বৃথা, তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা" (১ম করিন্থীয় ১৫:১২-১৪)।

> "কিন্তু বাস্তবিক খ্রীষ্ট মৃতগণের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তিনি নিদ্রাগতদের অগ্রিমাংশ। কেননা মনুষ্য দ্বারা যখন মৃত্যু আসিয়াছে, তখন আবার মনুষ্য দ্বারাই মৃতগণের পুনরুত্থান আসিয়াছে। কারণ আদমে যেমন সকলে মরে, তেমনি আবার খ্রীষ্টেই সকলে জীবনপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু প্রত্যেক জন আপন আপন শ্রেণীতে; খ্রীষ্ট অগ্রিমাংশ, পরে খ্রীষ্টের লোক সকল তাহার আগমনকালে" (১ম করিন্থীয় ১৫:২০ -২৩)।

পৌলের কথাগুলির মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই; মৃতরা এখনও মৃত। এখনই আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি না। এই অনন্তজীবন স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় না। মৃত্যুর সময় থেকেই এই অনন্ত জীবন শুরু হয় না। মূলতঃ খ্রীষ্টের উপরই এই জীবন লাভ নির্ভর করে। খ্রীষ্টই সর্বপ্রথম এবং যতদূর সম্ভব একমাত্র ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র অনন্তজীবন লাভ করেছেন। পৌল এখানে তার কথার মধ্যে সেইসব খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদেরও সংযুক্ত করেছেন যারা পুনরুত্থিত হবার পরও নিদ্রাগত হয়েছিলেন (১ম করিন্থীয় ১৫:৬)।

পৌল "মৃতের পুনরুত্থান"- এর সাথে "জীবন্ত হয়ে ওঠা" এই বিষয়টি কিভাবে সংযুক্ত করেছেন ? কেন তিনি যীশুকে "প্রথম ফল" হিসাবে বর্ণনা করেছেন ? তাহলে

আমরা পুনরুত্থান নিয়ে একটু আলোচনা করি। পুনরুত্থান অর্থ মৃত মানুষ দেহর দৈহিক বা শারীরিকভাবে জীবিত হয়ে ওঠা। যীশুর পুনরুত্থান যদি এমন দৈহিক পুনরুত্থান না হয়ে থাকে তবে যীশুর পুনরুত্থানের পর শুধু তার মৃতদেহ খানি কবরের মধ্যে পড়ে রইল না ? অথবা যখন যীশু প্রেরিত ১ অধ্যায়ের বর্ণনা অনুসারে জৈতুন পর্বতের উপর থেকে স্বর্গারোহন করলেন তখন কেন স্বশরীরে গেলেন, কেন তার দেহটি পৃথিবীতে রেখে গেলেন না ? এর একটিই মাত্র কারণ আছে বলে মনে হয়, পুনরুত্থিত দেহের প্রয়োজন তখনও ছিল। পৌল এইজন্য এই যুক্তি তুলে ধরেছেন যে, প্রথম ফল হিসাবে যীশু খ্রীষ্টের জন্য যেটি সত্য সেটি আমাদের জন্যও সত্য হবে।

পৌল আরো বলেন : (উপরের পদগুলি আবার দেখুন) যারা যীশুতে বিশ্বাস করেন, তারা জীবিত হোক কি মৃত বা নিদ্রাগত হোক তারা সকলেই খ্রীষ্ট আবার ফিরে না আসা পযর্ন্ত পুনরায় জীবিত হয়ে ওঠার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করবেন । খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন কোথায়? - স্পষ্টত এই পৃথিবীতে । এটা এই কারণে যে, যারা এই পৃথিবীতে মৃত অবস্থায় বা নিদ্রাগত আছেন তারাই যে, শুধু দৈহিকভাবে পুনরুত্থান হবেন তা নয়, কিন্তু এই পৃথিবীর উপরেই অনন্ত জীবন দান করা হবে ।

এই পৃথিবীতেই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হবে

মার্ক, লূক ও যোহন বার বার করে বলেছেন তাদের সুসমাচারে "ঈশ্বরের রাজ্যের" কথা, কিন্তু মথি বর্ণনা করেছেন "ঈশ্বরের রাজ্য" সম্পর্কে । আবার পৌল ২য় তীমথিয় ৪:১৮ পদে "স্বর্গীয় রাজ্যের" কথা বলেছেন। মথির এই কথা থেকে অনেকে মনে করতে পারেন যে ঈশ্বরের রাজ্য আসলে প্রতিষ্ঠিত হবে স্বর্গে, এবং পৃথিবীতে কখনই তা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই চিন্তা কখনই সঠিক হতে পারে না, কারণ বাইবেল আমাদেরকে বলে যে, খ্রীষ্ট এই পৃথিবীর উপরেই তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন।

> "... আর প্রভু ঈশ্বর তাঁহার পিতা দায়ূদের সিংহাসন তাহাকে দিবেন; তিনি যাকোব কুলের উপরে যুগে যুগে রাজত্ব করিবেন, ও তাহার রাজ্যের শেষ হইবে না" (লূক ১: ৩২:৩৩)।

> “এবং আমাদের ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে রাজ্য ও যাজক করিয়াছে; আর তাহারা পৃথিবীর উপরে রাজত্ব করিবে” (প্রকাশিত বাক্য ৫:১০)

> “তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক, যেমন স্বর্গে, তেমনি পৃথিবীতেও হউক” (মথি ৬: ১০)

“স্বর্গীয় রাজ্য” বলতে কি বোঝানো হয়? সাধারণভাবে বলা যায়, মানুষ স্বর্গে চলে যাবে না, কিন্তু স্বর্গ মানুষের কাছে আসবে। তবে নীচের পদগুলি প্রায়ই এই ভূল অর্থে পড়া হয় যে, মানুষ স্বর্গে যাবে। কিন্তু খুব সতর্কতার সাথে পড়লে একেবারে বিপরীত অর্থ খুজে পাওয়া যাবে ;

> “...যখন লোকে মনুষ্যপুত্রের নিমিত্ত তোমাদিগকে দ্বেষ করে... সেই দিন আনন্দ করিও ও নৃত্য করিও, কেননা দেখ, স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর...” (লূক ৬:২২-২৩)।

> যীশু বলছেন, “দেখ, আমি শীঘ্র আসিতেছি; এবং আমার দেয় পুরস্কার আমার সহবর্ত্তী, যাহার যেমন কার্য, তাহাকে তেমন ফল দিব” (প্রকাশিত বাক্য ২২:১২)।

> “অক্ষয়, বিমল ও অজর দায়াধিকারের নিমিত্ত দিয়াছেন; সেই দায়াধিকার স্বর্গে তোমাদের নিমিত্ত সঞ্চিত রহিয়াছে” (১ম পিতর ১:৪)।

> “কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি” (ফিলিপীয় ৩:২০)।

> “কারণ বাস্তবিক আমরা এই তাম্বুর মধ্যে থাকিয়া আর্তস্বর করিতেছি, ইহার উপরে স্বর্গ হইতে প্রাপ্য আবাস-পরিহিত হইবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি” (২য় করিন্থীয় ৫:২)।

> “আর আমি যখন যাই ও তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তখন পুনর্বার আসিব, এবং আমার নিকটে তোমাদিগকে লইয়া যাইব; যেন, আমি যেখানে থাকি, তোমরাও সেখানে থাক” (যোহন ১৪:৩)।

> “আর আমি দেখিলাম, “পবিত্র নগরী, নূতন যিরূশালেম,” স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে নামিয়া আসিতেছে...” (প্রকাশিত বাক্য ২১:২)।

“স্বর্গে তোমাদের জন্য প্রচুর ধন সঞ্চয় করা আছে”, এটি একটি বিশেষ প্রত্যাশা, এই প্রত্যাশা তিনি যে অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন তাহচ্ছে, অন্তত পক্ষে একটি অংশ বর্তমানে খ্রীষ্টের রাজ্য স্বর্গে এসব ধন সঞ্চয় করে রাখা হচ্ছে এবং তা একদিন এই পৃথিবীতে আমাদের কাছে নিয়ে আসবার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। স্বর্গে যে স্বয়ং যীশু আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন এটা আশ্চর্য্য হবার কোন বিষয় নয়। মূলত স্বর্গ রাজ্যের রাজা যীশু খ্রীষ্ট ছাড়া কোন রাজ্যের কথাও চিন্তা করা যায় না। এই পৃথিবীতেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাইবেলের এই গভীর শিকড়িত শিক্ষাটি বার বারই এসব জনপ্রিয় ধারণা দ্বারা প্রভাবিত ও প্ররোচিত হয়েছে যে, খ্রীষ্টের রাজ্য বা স্বর্গ রাজ্য পৃথিবীতে নয়, স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এজন্য বেশ কয়েকটি বাইবেলের পদের অপব্যাখ্যা করে ভূল অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এতসব সত্ত্বেও বাইবেলের এ সম্পর্কিত সমস্ত পদগুলিই এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের বা খ্রীষ্টের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিস্কার।

ঈশ্বর আবার এই পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারেন

পৃথিবীর উপরেই স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে-এই ধারণাটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে একটি মাত্র সমস্যা রয়েছে, সেটি অনন্ত জীবন লাভের ক্ষেত্রে দৈহিকভাবে পুনরুত্থিত হবার আলোচনায় (“নিদ্রা, পুনরুত্থান ও অনন্তজীবন” শিরোনামের আলোচনায়) ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি । সেটা কিছুটা শর্ত সাপেক্ষ ব্যাপার যে, মানুষের অদ্ভুত মানবীয় ইচ্ছার পরিত্যাগ, অর্থাৎ কল্পিত আত্মার জগতের উদ্দেশ্যে দেহের দৈহিক সবকিছু পরিত্যাগ করে যাওয়া।

এপর্যন্ত আলোচনাগুলির মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, দৈহিক বাস্তুগত জগত নানা ধরনের কষ্ট-যন্ত্রনা ও সমস্যায় পরিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের এই সব পার্থিব সমস্যাবলীর সমাধানের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ক্ষমতা রযেছে এটা স্বীকার না করা একটা বড় ধরনের ভূল। কারণ ঈশ্বর সবকিছুর আগে অতি উত্তমভাবে এই পৃথিবীকে ও তার সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, এটা মনে রাখতে হবে:

> “পরে ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সকলই অতি উত্তম” (আদিপুস্তক ১:৩১)।

বাইবেলে এ বিষয়ে প্রচুর সুন্দর, সুন্দর সব ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের সৃষ্ট এই উত্তম পৃথিবীতে আবার এদোন-উদ্যানের মত অতি সুন্দর বা উত্তম অবস্থায় নিয়ে যাবার জন্য ঈশ্বর কি করবেন, যে পৃথিবীকে মানুষ নিজেই নানাভাবে নষ্ট করেছে :

> “প্রান্তর ও জলশূন্য স্থান আমোদ করিবে, মরুভূমি উল্লসিত হইবে, গোলাপের ন্যায় উৎফুল্ল হইবে। সে পুষ্পবাহুল্যে উৎফুল্ল হইবে, আর আনন্দ ও গান সহকারে উল্লাস করিবে...” (যিশাইয় ৩৫:১-২)।
>
> “আর লোকে বলিবে, এই ধ্বংসিত দেশ এদন উদ্যানের তুল্য হইল, এবং উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত ও উৎপাটিত নগর সকল প্রাচীরবেষ্টিত ও বসতিস্থান হইল” (যিহিষ্কেল ৩৬:৩৫)।
>
> “সমুদ্র যেমন জলে আচ্ছন্ন, তেমনি পৃথিবী সদাপ্রভুর মহিমাবিষয়ক জ্ঞানে পরিপূর্ণ হইবে” (হবক্কূক ২:১৪)।

এই আমুল পরিবর্তনের মুল বিষয়টি হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যিনি রাজাদের রাজা হিসাবে সমগ্র পৃথিবী যোগ্য হাতে শাসন করবেন। সেই সময়কার পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীটা হয়ে উঠবে স্বর্গের মত:

> “আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে...” (মথি ২৫:৩১-৩২)
>
> “তিনি (যীশু খ্রীষ্ট) চক্ষুর দৃষ্টি অনুসারে বিচার করিবেন না, কর্ণের শ্রবণানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন না; কিন্তু ধর্মশীলতায় দীনহীনদের বিচার করিবেন, সরলতায় পৃথিবীস্থ নম্রদের জন্য নিষ্পত্তি করিবেন...” (যিশাইয় ১১:৩-৪)।
>
> “তিনি (যীশু খ্রীষ্ট) জাতিগণের মধ্যে বিচার করিবেন, এবং অনেক দেশের লোক সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করিবেন; আর তাহারা আপন আপন খড়গ ভাঙ্গিয়া

> লাঙ্গলের ফাল গড়িবে, ও আপন আপন বর্শা ভাঙ্গিয়া কাস্তে গড়িবে; এক জাতি অন্য জাতির বিপরীতে আর খড়গ তুলিবে না, তাহারা আর যুদ্ধ শিখিবে না” (যিশাইয় ২:৪)।

“পরমদেশ” - রাজার উদ্যান

“পরমদেশ” (ইংরাজী “প্যারাডাইস” শব্দটি) একটি অতি প্রাচীন পার্সিয়ান শব্দ, যার অর্থ উদ্যান বা বাগান, তবে বিশেষ ভাবে এটি “রাজকীয় উদ্যান” বোঝাতে ব্যবহার করা হত। হিব্রু ভাষায় লেখা পুরাতন নিয়মে দেখা যায় যে শব্দটিকে অনুবাদ করা হয়েছে, “উপবন...ফল” (“ফলের বাগান”) (পরমগীত ৪:১৩), “বন” (নহিমিয় ২:৮) ও “উদ্যান” (উপদেশক ২:৫) হিসাবে। এসব অনুবাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে মালিক হিসাবে একজন রাজাকে বোঝানো হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্ট জীবিত থাকাকালিন সময়ে অধিকাংশ লোকেরাই, এমনকি যীশু নিজেও মূল হিব্রু ভাষায় নয়, কিন্তু ঐসময়কার জনপ্রিয় গ্রীক ভাষার অনুবাদ পুরাতন নিয়ম পড়তেন। এই গ্রীক পুরাতন নিয়মে ‘রাজকীয় উদ্যান ’ বোঝাতে শুধুমাত্র নয়, কিন্তু ‘এদোন উদ্যান’কে বোঝাতেও এই “পরমদেশ” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

> “সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে, এদনে, এক উদ্যান (পরমদেশ) প্রস্তুত করিলেন... সেই উদ্যানের (পরমদেশে) মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদ্-জ্ঞানদায়ক, বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন” (আদিপুস্তক ২:৮-৯)।

এরই ফলশ্রুতিতে যখন নতুর নিয়মে ‘এদন উদ্যানকে” বোঝানোর এই “পরমদেশ” শব্দটি ব্যবহার করা হয় তখন আমরা কিভাবে বিষয়টিকে নিতে পারি :

> “...যে জয় করে, তাহাকে আমি ঈশ্বরের ‘পরমদেশস্থ জীবনবৃক্ষের’ ফল ভোজন করিতে দিব” (প্রকাশিত বাক্য ২:৭)।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হচ্ছে, মূল হিব্রু ভাষার পুরাতন নিয়মে রাজকীয় উদ্যানের কথা বলা হয়েছে, আবার পরবর্তী গ্রীক ভাষার পুরাতন নিয়মেও “এদন-এর উদ্যান” সম্পর্কে বলা হয়েছে। উভয় স্থানই অতি সুন্দর বা অতি উত্তম, এজন্য ক্রুশের ডানপাশের অপরাধী লোকটিকে যদি পৃথিবীর উপরেই স্বর্গীয় কোন রাজ্যে খ্রীষ্ট নিয়ে যান তবে তা যথার্থই সত্য । যাহোক, যীশু খ্রীষ্ট যদি অপরাধী লোকটিকে স্বর্গে নিয়ে

যাবার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করে থাকেন, তবে তিনি “পরমদেশ” শব্দটি ব্যবহার না করেও পারতেন।

ঐদিন খ্রীষ্ট কোথায় গিয়েছিলেন ?

ক্রুশের উপরের অপরাধী লোকটি ও যীশুর মধ্যেকার কথোপকথন নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে এবিষয়ে সর্বশেষ কারণটি একটু বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে, সাধারণভাবে লোকেরা স্বর্গে যাবার বিষয়ে স্বর্গ সম্পর্কে অর্থ প্রকাশ করেন কেন সেটি ঠিক নয় এবং যীশু মারা যাবার পর কোথায় যান, এসম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা কি ? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বেশ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কারণ যীশু এই অপরাধী লোকটির কাছে প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন যে তিনি “তার সাথে” যাবেন ।

বাইবেল যীশুর কবরস্থ হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যে, ক্রুশ থেকে যীশুর মৃতদেহ নামানোর পর, তা লীলেন কাপড় দিয়ে ভালোভাবে মোড়ানো হয় এবং নতুনভাবে কেটে তৈরি করা পাথরের গুহার কবরে তার মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়। শুধুই মাত্র এ কথাগুলোই বাইবেল বলে এবং কথাগুলি একেবারে পরিস্কার । এসম্পর্কে যীশুর নিজের ভবিষ্যতবানীটি হচ্ছে:

> “কারণ যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎস্যের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্র ও তিন দিবারাত্র পৃথিবীর গর্ভে থাকিবেন” (মথি ১২:৪০)।

অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বহু বিস্বস্ত খ্রীষ্টিয়ান এই বিশ্বাস করেন ও শিক্ষা দেন যে, যীশু বাস্তবে মারা যাননি। যেকোন ব্যক্তি সাধারণভাবে অন্তত ‘মৃত্যু’ কথার অর্থ বুঝতে পারলে, নিশ্চয় একথাটির অর্থ কি তা নিশ্চয় বুঝতে পারেন যে, তিন দিন ও রাত কবরের মধ্যে থাকার অর্থ কি ?

সাধারণভাবে এটি শিক্ষা দেওয়া হয় যে, ক্রুশের উপরে যীশুর দেহটি মারা যায়, কিন্তু তাঁর ‘স্পিরিট’ (আত্মা) স্বর্গে চলে যায় । এই ধারণাটি এসেছে মুলত “আত্মা অমরণশীল” এই পূর্বধারণা থেকেই। কিন্তু বিষয়টি একটু খুটিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, সত্যিই যদি যীশু কবরের মধ্যে বাস্তবে তাঁর দেহ নিয়ে না থাকেন, তার অর্থ তিনি বাস্তবে মারা যাননি এবং তিনি তাহলে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে

উঠেননি। এই শিক্ষা মানুষকে দেওয়ার অর্থ প্রেরিতরা যে সব শিক্ষা দিয়েছেন যীশুর সম্পর্কে তার বিপক্ষে “ভিন্ন একটি সুসমাচার” শিক্ষা দেওয়া :

উপরের কথাগুলো একটু শক্ত মনে হতে পারে, তবে এবিষয়ে পৌলের শিক্ষা হচ্ছে :

> “যে সুসমাচার তোমাদের নিকট প্রচার করিয়াছি... আর তাহারই দ্বারা, আমি তোমাদের কাছে যে কথাতে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা যদি ধরিয়া রাখ, তবে পরিত্রাণ পাইতেছ; নচেৎ তোমরা বৃথা বিশ্বাসী হইয়াছ। ফলতঃ প্রথম স্থলে আমি তোমাদের কাছে এই শিক্ষা সমর্পণ করিয়াছি, এবং ইহা আপনিও পাইয়াছি যে,

১. শাস্ত্রানুসারে খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরিলেন,

২. ও কবর প্রাপ্ত হইলেন,

৩. আর শাস্ত্রানুসারে তিনি তৃতীয় দিবসে উত্থাপিত হইয়াছেন।” (১ম করিন্থীয় ১৫:১-৪)

যীশু খ্রীষ্টের নিজের কথার মাধ্যমেই ঐ ধারণাকে মিথ্যা প্রমান করা যায়। তিনদিন কবরে থাকার পর তিনি শিষ্যদের কাছে বলেন :

> “আমাকে স্পর্শ করিও না, কেননা এখনও আমি ঊর্ধ্বে পিতার নিকটে যাই নাই।” (যোহন ২০:১৭)

এখানে পরিস্কারভাবে খ্রীষ্টের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে (এবং সেই অপরাধী ব্যক্তিরও)। এছাড়া এখানে আর একটি ধারণা গঠিত হয়েছে অনেকে দ্বারা যে, খ্রীষ্ট কবরে থাকার ঐ তিনদিন আসলে নরকে গিয়ে সমস্ত আত্মাদের (স্পিরিট) কাছে প্রচার করেছিলেন। একটি মাত্র বাইবেলের পদ থেকে এবিষয়ে সামান্য সমর্থন পাওয়া যায় যে, “আবার আত্মাতে গমন করিয়া কারাবদ্ধ সেই আত্মাদিগের কাছে ঘোষণা করিলেন...” (১ম পিতর ৩:১৯), তবে এই পদকে বিচ্ছিন্নভাবে পড়লে দুটি ভুল তথ্য পাওয়া যেতে পারে:

প্রথম ভুল তথ্যটি হচ্ছে, খ্রীষ্ট নিজে যে তাঁর আত্মা নিয়ে নরকে প্রচার করেছিলেন সেটা ঠিক নয় (১ম পিতর ৩:১৯)। পিতর অবশ্য এর আগেই এবিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, খ্রীষ্টের আত্মা পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের সময়েও ছিলেন (১:১১)।

তাহলে নোহের সময়কার খ্রীষ্টের আত্মার অধীনে তারা ছিল না, যারা ঐ সময়ে ঈশ্বরের কথার অবাধ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় যে ভুল তথ্যটি পড়ার মধ্যে দিয়ে আসে তা হচ্ছে, এখানে "কারাগার" শব্দটি দ্বারা নরক বোঝানো হয়েছে। তবে এমন "কারাগার" কিংবা "কারাবদ্ধ ব্যক্তি" বা "আসামী" শব্দগুলি নতুন নিয়মে কয়েক ডজন বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থই প্রকাশ করা হয়েছে যে, সেগুলি কঠিন শৃংখলিত ও বিশাল অন্ধকার কারাকূপের মত। ঠিক পিতরকে যেমন একটি কারাগারের মধ্যে রাখা ছিলেন। এমন কি পুরাতন নিয়মেও "কারাগার" বলতে "নরক" কে বোঝানো হয়নি। তবে অনেকে পিতরের কথাগুলি বোঝার জন্য অন্য আর একটি পরামর্শ রেখেছেন যে, পিতর আসলে যিশাইয় ভাববাদীর কথা বুঝিয়েছেন, যেখানে যিশাইয় কারাগার থেকে মুক্তির কথা বলতে গিয়ে যীশুর কথা ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন ঃ

> "...যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই; যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি" (যিশাইয় ৬১:১)

আবার অন্যরা এই পরামর্শ রেখেছেন যে, পিতর প্রাথমিক মন্ডলীর এ সম্পর্কিত নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষাকে বোঝাতে চেয়েছেন। যেসব বিষয়গুলি যিহূদী বিশ্বাস বা রীতিনীতি ভিত্তিক এবং তিনশত বছর পর্যন্ত প্রাথমিক মন্ডলীতে এই অবস্থা বজায় ছিলো। অনেকে আবার নোহের সময়কার জলপ্লাবনের ঘটনাবলীকে এখানে রূপক অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন। এটা হয়ত প্রশ্নের আংশিক উত্তর হতে পারে-যদিও এটা একটা পৃথক বিষয় হিসাবে এখানে চিহ্নিত এবং পরবর্তীতে ২য় পিতর ও যিহূদা পত্রে দেখানো হয়েছে যে, নতুন নিয়মের লেখকরা প্রায় সকলেই ঐ জনপ্রিয় কল্পকাহিনী সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। তবে পিতর যীশুর মৃত্যুরপর তাঁর আত্মা সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছেন তার সাথে যিশাইয়ের বলা "কারাবদ্ধ আসামী" কথাগুলি আরও বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যা যিশাইয় তার পুস্তকে প্রকাশ করেছেন।

১ম পিতর ৩:১৯ পদের ব্যাখ্যা যেটাই ঠিক হোক না কেন, খ্রীষ্ট মৃত্যুর পর কোন নরক স্থানে প্রচার করেছিলেন তিনদিন যাবৎ, এই ধারণার সাথে প্রায় সবারই দ্বিমত রয়েছে; কারণ এই ধারণায় বলা হচ্ছে, খ্রীষ্ট মৃত্যুর দিনই অপরাধী লোকটিকে নিয়ে

স্বর্গে, নাকি কোন স্বর্গ-নরকে গিয়েছেলেন, প্রচার করতে-এই ধারণা কি সঠিক মনে হয় ? পুনরুত্থিত হয়ে উঠার আগের তিনদিন কি তাহলে যীশু ঐ অপরাধী লোকটিকে সাথে নিয়ে গিয়েছেলেন ? তাহলে তিনদিন পর পুন:জীবিত হয়ে উঠার পর যীশু যখন এই পৃথিবীতে আরও চল্লিশ দিন জীবিত ছিলেন তখন সেই অপরাধী লোকটি কোথায় ছিল ?

খুব আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে, বহু চার্চ পাশাপাশি উপরের দুটো ধারণাই শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং কখনই তারা এটা উপলব্ধি করেন না যে, তারাই তাদের শিক্ষার সংগে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। যুক্তিসংগত কারণে একই সময় যে কোন একটি ধারণাগত শিক্ষা বিশ্বাস করতে পারেন যে, ঐ তিনদিন যীশু অপরাধী লোকটিকে নিয়ে "প্যারাডাইস" বা পরমদেশে ছিলেন, কিংবা ঐ তিন দিন প্যারাডাইস না হলে পৃথিবীর অতলে বা অভ্যন্তরে অবস্থান করেছিলেন-কিন্তু কখনই কেউ একসাথে একই সময়ে উভয় শিক্ষা বিশ্বাস করতে পারেন না।

অবশ্যই এটা সহজবোধ্য যে,পুস্তিকায় আমরা উভয় শিক্ষাকেই ভ্রান্ত হিসাবে চিহ্নিত করছি। কারণ বোমীয় ১৪:৯ পদে পৌল বলছেন "যীশু খীষ্ট আবার জীবিত হয়ে ওঠেন"। এখানে "জীবিত" কথাটি বলতে তিনি "পূনরায় জীবন লাভ" (প্রকাশিত বাক্য ২০:৫) একটি বিষয় পরিস্কার হওয়া খুবই প্রয়োজন যে, যদি খীষ্ট সত্যিই 'মারা' যান তবেই তিনি আবার বা "পুনরায় জীবন লাভ" করেছেন। আর তিনি যদি সত্যিই তিনি আবার জীবিত হয়ে ওঠেন তার অর্থ তিনি ঐ তিন দিন 'মৃত' অবস্থায় ছিলেন,ফলে তিনি ঐ সময়ে "প্যারাডাইস" বা পরমদেশ কি "পৃথিবীর অতলে" বা "নরকে" গিয়েছিলেন এটা বিশ্বাস করা যায় না।

ক্রুশের উপরে অপরাধী লোকটিকে বলা যীশুর কথাগুলি যদি আমরা সত্যিই বুঝতে চাই তবে, অবশ্যই আমাদেরকে এসব অদ্ভূত চিন্তাভাবনা বাদ দিতে হবে যে, যীশু ঐ তিন দিন কোথায় গিয়েছিলেন এবং এ বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করতে হবে যে, ঐ অপরাধী লোকটি নিজে তার সম্পর্কে কি ভাবছিলেন বা তার প্রতি কি ঘটেছিলো বলে তিনি মনে করছিলেন। আর এটাই পুস্তিকার দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে ।

দ্বিতীয় অংশ ঃ

অপরাধী লোকটির কথার প্রেক্ষাপট ঃ

স্বর্গ, মৃত্যু, আত্মা (‘স্পিরিট’ - ‘সোল’, পুনরুত্থান, স্বর্গীয় রাজ্য ও ‘প্যারাডাইস’ বা পরমদেশ সম্পর্কিত বাইবেলের শিক্ষা সঠিকভাবে পেতে হলে আমদেরকে অবশ্যই এব্যাপারে পরিস্কার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, অপরাধী লোকটি ক্রুশের উপর যীশুর সাথে যেসব কথা বলেছিলেন তার অর্থ সাধারণ লোকেরা যেভাবে চিন্তা করে সেটা গ্রহণ না করে সঠিক চিন্তাটি গ্রহণ করা। তবে আমরা এখনও সমস্ত ঘটনা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি নাই ফলে এবিষয়ে চুড়ান্ত মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

লূক সুসমাচারের ২৩ অধ্যায়ের ৩৯ পদ পড়লে আমরা দেখব যে, এখানে ক্রুশের উপরে যীশুর সমবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। ক্রুশে তাঁর মাথার উপরে লেখা ছিলো “যিহূদীদের রাজা”। যীশুর ক্রুশের নীচে যিহূদী ও পরজাতীয় লোকজনের মিশ্রিত জনতা, যারা যীশুকে নানাভাবে বিদ্রুপ করেছিলো। ক্রুশের একপাশে একজন বিশেষ অপরাধীকে ক্রুশারোপিত করা হয়েছিল। এক পাশের একজন অপরাধী তাকে উপহাস করল এভাবে ঃ

> “তুমি নাকি সেই খ্রীষ্ট ? আপনাকে ও আমাদিগকে রক্ষা কর।” (লূক ২৩:৩৯)

এভাবে উপহাস করার মধ্যে দিয়ে অপরাধী লোকটি সেই সব লোকদের সমান আচরণ করল যারা যীশুকে উপহাস করছিল। যারা বলছিল, “ও যদি সত্যিই ঈশ্বরের লোক হয় তবে ওকে বলো যেন নিজেকে রক্ষা করে” এবং রোমীয় সৈন্যরা বলছিল ঃ “তুমি যদি সত্যিই যিহূদীদের রাজা হও তবে নিজেকে রক্ষা করো”। একথাটি প্রায় বিশ্বাস যোগ্য নয় যে, একজন মানুষ (যীশু) যিনি স্বেচ্ছায় ক্রুশের শাস্তি বরণ করেছেন, তিনি কিভাবে অন্য লোকদের বিদ্রুপ-উপহাসের জবাব দিবেন, যারা তাঁকে ক্রুশের উপরে কষ্ট দিচ্ছে ? আর সেই লোকদের পক্ষেই যখন অপরাধী লোকটি তাদের মত করে একই সময়ে যীশুকে ঠাট্টা করে কথা বলল তখন যীশু কিভাবে তার পক্ষ নিয়ে তাকে রক্ষা করবেন ? খুব সম্ভবত লোকটি চিন্তা করেছিল যে, যদি সে

তাদের মত করে যীশুকে বিদ্রুপ করে তবে হয়ত জনতা ও সৈন্যদের সহানুভূতি লাভ করবে !

খ্রীষ্ট কথাটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে, ‘মশীহ’, যার অর্থ, “একজন অভিষিক্ত রাজা”। পুরাতন নিয়মের বহুস্থানে যিনি ইস্রায়েল জাতির মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতীর মুক্তিদাতা হিসাবে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাবে চিত্রিত। ঐ দুজন অপরাধীসহ সকল যিহূদীরাই পুরাতন নিয়মের এই ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে জানত। অন্য আর একজন অপরাধীর কথাগুলো বোঝার জন্য আমাদের উচিত এ বিষয়টি ধরে নেওয়া যে, মশীহ সম্পর্কিত পুরাতন নিয়মের ভাববাণীগুলি, সেগুলির কয়েকটি এই পুস্তিকায় উল্ল্যেখ করা হয়েছে, ছোটবেলা থেকেই অপরাধী লোকটি শুনে আসছে ঃ

> “কিন্তু অন্য অপরাধী লোকটি উত্তর দিয়া তাহাকে অনুযোগ করিয়া কহিল, ‘তুমি কি ঈশ্বরকেও ভয় কর না? তুমি ত একই দণ্ড পাইতেছ। আর আমরা ন্যায়সঙ্গত দণ্ড পাইতেছি; কারণ যাহা যাহা করিয়াছি, তাহারই সমুচিত ফল পাইতেছি; কিন্তু ইনি অপকার্য কিছুই করেন নাই।” (লূক ২৩:৪০-৪১)

যিহূদা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আগের রাতে চলে যাবার পর থেকে একে একে যীশুর সব শিষ্যই তাঁকে অস্বীকার করলেন, এমনকি পিতরও ! এমনই এক পরিস্থিতিতে একজন অজানা মানুষের এমন কথা সত্যিই কতনা আনন্দের ছিল যীশুর কাছে ! কারণ এই অপরাধী লোকটি তার কথার মাধ্যমে অপর পাশের অপরাধী তিক্ত কথা বন্ধ করিয়ে দিয়েছিল। এসময়ে নিঃসন্দেহে যিহূদী জনতা ও রোমীয় সৈন্যরাও হতবাক হয়েছিল। এরপর সেই অপরাধী লোকটা নিজের অপরাধগুলো এবং যীশুর নিরাপরাধ জীবনকে স্বীকার করল। এসময়ে লোকটি যা বলেছিল তা রীতিমত আশ্চর্য্যের ঃ

> “যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন” (লূক ২৩:৪২)।

এই অনুরোধের উত্তরে যীশু যা বলেছিলেন তার থেকেও যেন অনুরোধটি স্বর্গীয় গভীরতা বা ব্যাপকতার তাৎপর্য্য অনেক বেশি। কারণ এই অনুরোধটি ক্রুশের উপরের অপরাধী লোক ও যীশুর সমস্ত কথোপকথোনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম। লোকটির অনুরোধের উত্তরে যীশু যা বলেছিলেন তা সত্যিই তেমন কোন আশ্চর্য্য

বিষয় ছিল না। কিন্তু যে বিষয়টি বাস্তবে পরম আশ্চর্য্যময় ছিল তা হচ্ছে, যখন যীশুর সমস্ত প্রিয়জনরা, এমনকি তাঁর প্রিয় শিষ্যরা তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে, তখন এই অখ্যাত অতি সাধারণ লোকটির এমন গভীর চিন্তা ও বিশ্বাসের প্রকাশ। একটু গভীরভাবে চিন্তা করুন লোকটির কথাগুলির অর্থ কি ছিল ঃ

(১) পাশের অপর দস্যু বা অপরাধী লোকটি কিংবা অন্যান্য অপরাধী লোকদের মত নয়, কিন্তু এই অপরাধী লোকটি সত্যিকারভাবে যীশুকে চিনতে পেরেছিল যে, যিনি যিহূদীদের সেই মশীহ, ঈশ্বরের রাজ্যের উত্তরাধিকারী।

(২) সে বিশ্বাস করেছিল যে, ক্রুশারোপিত হওয়া সত্ত্বেও যীশু একদিন বাইবেল যেভাবে শিক্ষা দেয় ঠিক সেভাবেই এই পৃথিবীতে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যকথায় অপরাধী লোকটি বুঝতে পেরেছিল যে, রাজা হয়ে আসবার কারণেই যীশু দৈহিকভাবে মৃত্যুকে জয় করে জীবিত হয়ে উঠবেন।

(৩) আর সেই ঐশ রাজ্যে একটু স্থান পাবার ব্যাপারে তার বিশ্বাস ছিল বলেই সে যীশুর কাছে অনুরোধ করেছিল। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই জন্য যে, এটা বিশ্বাস করবার জন্য তাকে অবশ্যই আগে যীশুকে প্রকৃতই "ঈশ্বরের পুত্র" হিসাবে নিজের কাছে স্বীকৃতি দেবার আবশ্যকতা ছিল, যিনি পাপীর পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখেন।

(৪) লোকটি বিশ্বাস করেছিল যে, সেও মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠবে। এবং তার একথা জানারও প্রয়োজন হয়েছিল যে, সে মৃত অবস্থা থেকে জীবিত হয়ে উঠবে। কারণ সে কখনই এটা বিশ্বাস করেনি যে, ক্রুশারোপিত হয়ে মৃত্যুবরণ করার কারণে তার আত্মা ('সোল') দেহ থেকে মুক্ত হয়ে সরাসরি কোন "পরম সুন্দর" (বা স্বর্গীয়) স্থানে চলে যাবে না। সে মৃত্যুর দরজায় দাড়িয়ে এটা চিন্তা করেছিল। সে নিশ্চিত জানত যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মৃত্যু অনিবার্য। এই কথাগুলির নীচে দাগ দিয়ে গুরুত্ব দেওয়া উচিত যে, অপরাধী লোকটি কখনই এই প্রশ্ন করেনি যে, "যীশু, দয়াকরে আপনার সাথে আমাকে স্বর্গে নিয়ে যাবেন।"

> অনেকে এমনটি ধরে নেন, যা অত্যন্ত ভুল একটি ব্যাপার। কিন্তু বাস্তবে লোকটি একথা বলেছিল, “যীশু, যখন আপনি আপনার রাজ্যে যাবেন, তখন আমার কথাও স্মরণ করবেন”।

অপরাধী লোকটি ও যীশুর কথোপকথোনের পর ক্রুশের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া কি ছিল সে সম্পর্কে লেখক লূক কিছুই লেখেননি। যেভাবে তারা যীশুকে বিদ্রুপ করেছিল সেভাবে কি তারা এই অপরাধী লোকটিকেও বিদ্রুপ করেছিল ? তবে একথা নিশ্চিত বলা যায় যে, জনতার পেছনে লুকিয়ে থাকা যীশুর শিষ্যরা লোকটির প্রচন্ড বিশ্বাস দেখে লজ্জ্বা পেয়েছিল।

> উত্তরে যীশু তাকে বললেন, “আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, তুমি আজকেই আমার সংগে পরমদেশে উপস্থিত হবে।” (লূক ২৩:৪৩)

বাস্তবিক অর্থে যীশুর উত্তরটি হচ্ছে, ‘হ্যাঁ, আমি তোমাকে স্মরণ করবার প্রতিজ্ঞা করছি’, আসলে এটি তার চেয়েও আরও বেশি কিছু ছিল। “আজকেই” শব্দটি লক্ষ্য করুন, এই বিশেষ শব্দটিকে আজকে বহুলোকে এই শাস্ত্রাংশের চাবিকাঠি বা কেন্দ্রীয় শব্দ হিসাবে চিহ্নিত করেন । কিন্তু এই “আজকে” শব্দটিকে গুরুত্বপূর্ণ তাদের এটা মনে করার যথেষ্ট যুক্তি আছে। ৪২ পদটি আবার দেখুন, অপরাধী লোকটি আজকেই পরমদেশে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি, বরং সে এভাবে বলেছিল, যখন যীশু পরমদেশে যাবেন, তখন যেন তাকে স্মরণ করেন। অর্থাৎ যখন যাবেন তখন, এর আগে নয়। লোকটি কখনই বলেনি যে যত তাড়াতাড়ী সম্ভব তাকে স্বর্গরাজ্যে নিতে হবে। এজন্য যীশুর উত্তর লোকটির প্রশ্নের যতটুকু উত্তর হওয়ার কথা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল এমন যেন :

> “হ্যা, কিন্তু আমি যখন সেই ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করব তখনকার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকবার প্রয়োজন নাই। আমি এখনই তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে পারি। যদিও আজ আমরা একসাথে মৃত্যুবরণ করছি, তবুও আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি যে, আজই তোমাকে আমি নিশ্চিত স্মরণ করবো, যেন তোমাকে আমার সাথে প্যারাডাইসে বা পরমদেশে নিয়ে যেতে পারি এবং সেখানে সেই জীবন বৃক্ষের গাছ থেকে সুস্বাদু ফল খেতে দিতে পারি।”

আসলে যীশু ক্রুশের উপরে অপরাধী লোকটির কাছে এভাবেই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

উপসংহার

অপরাধী ব্যক্তির সুসমাচার

অপরাধী লোকটির সাথে যীশুর কথা বলার এই ছোট ঘটনাটি যেন গোটা সুসামাচরের সার সংক্ষেপ ঃ

অনুতাপ

অপরাধী লোকটি প্রথমেই যীশুকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, নিজের দোষ স্বীকার করে যীশুর কাছে অনুরোধটি করেছিল। আর এটা ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয় (লূক ১৩:৩)।

বিশ্বাস

এরপর সে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য যীশুর ক্ষমতা ও ইচ্ছার প্রতি তার গভীর বিশ্বাসকে প্রকাশ করেছে। এই উভয় দিক দিয়ে বিশ্বাস প্রকাশ করা সমান গুরুত্বপূর্ণ (রোমীয় ৩:২২)।

খ্রীষ্টের সাথে মৃত্যু

"আর আমরা যখন খ্রীষ্টের সহিত মরিয়াছি, তখন বিশ্বাস করি যে, তাহার সহিত জীবন প্রাপ্তও হইব।" (রোমীয় ৬:৪-৮ ও কলসীয় ২:১২)। অন্যান্য সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর কাছে "খ্রীষ্টেতে মৃত্যু বরণ করার" প্রতীকি অর্থ হচ্ছে, বাপ্তিস্ম গ্রহণ, তবে অপরাধী লোকটির ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ছিল না।

যীশু খ্রীষ্টের ফিরে আসা

অপরাধী লোকটি বলেছিল, "যীশু, যখন আপনি আপন রাজ্যে ফিরিয়া আসিবেন"। সে কিন্তু বলেনি, "যদি আপনি ---" অর্থাৎ তার কথায় যীশুর ফিরে আসবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ পাওয়া যায় না এবং তার কথায় এখানে রাখঢাক বা লুকানোর মতও কিছু নাই। ঠিক যেমনটি যীশু মাত্র দু'দিন আগে তাঁর শিষ্যদের কাছে বলেছিলেন, "কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে" (মথি ২৪:২৭)।

পুনরুত্থান

অপরাধী লোক মেনে নিয়েছিল যে, অবশ্যই মারা যাবে, কিন্তু এটা সে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেছিল, যীশূ যখন মৃতদের মধ্যে থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন তখন নিশ্চয় তাকে ভুলে যাবেন না। পুরাতন নিয়মেও আমরা ঈশ্বর ভক্ত গভীর বিশ্বাসী লোকদের কাছ থেকে আশার কথা শুনতে পাই, যেমন, “হায়, তুমি আমাকে পাতালে লুকাইয়া রাখিও, গুপ্ত রাখিও, যাবৎ তোমার ক্রোধ গত না হয়, আমার জন্য সময় নিরূপণ কর, আমাকে স্মরণ কর” (ইয়োব ১৪:১৩)।

পরমদেশের প্রতিজ্ঞা

আমরা আগেই বলেছিলাম, এই পুস্তিকার শেষ দিকে এ বিষয়টি তুলে ধরবার আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে, অপরাধী লোকটির কাছে করা যীশুর প্রতিজ্ঞাটি সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি মহৎ আশার বাণী, একটি স্বর্ণালী প্রত্যাশা এবং এমন একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা, যেটা সম্পর্কে প্রায়ই অনেকে ভুল বোঝে।

এখানে যীশু যে কথা বলতে চেয়েছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট : অপরাধী লোকটির মত আমরা সকলেই মৃত্যু বরণ করি। কিন্তু শুধু আমাদেরই আছে যীশুর কাছে আবেদন করার অধিকার এবং একমাত্র তিনিই তা দেবার ক্ষমতা রাখেন। সেদিনের মত আজকেও তিনি সেই আন্তরিক আবেদন গ্রহণ করে থাকেন, যেন যেদিন তিনি এই পৃথিবীর উপরে প্যারাডাইস প্রতিষ্ঠা করবেন সেদিন আমাদের জন্য স্থান ঠিক করে রাখতে পারেন।

ক্রুশের উপরের অপরাধী লোকটির কথা থেকে আমরা ভবিষ্যতের জন্য একটি অপূর্ব আশার আলো দেখতে পাই। এটা শুধুমাত্র তার নিজের আত্মা (‘সোল’) রক্ষা করবার জন্য স্বার্থপর কোন সংকীর্ণ প্রত্যাশা ছিল না। বরং এটা এমন এক মহান বিশ্বাস থেকে এসেছে যে, ঈশ্বর এই পৃথিবীর উপরেই এমন এক তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন যেটি পার্থিব সকল সমস্যার স্বর্গীয় উত্তর প্রদান করবে এবং স্বয়ং মৃত্যুর প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করবে।

অপরাধী লোকটির কাছে যীশুর মহান প্রতিজ্ঞা প্রমান করে যে তিনি এই পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবেন, যেন সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করতে পারেন রাজাদের রাজা

হিসাবে এবং মানুষ পাপ করে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে যে পৃথিবীকে নষ্ট করে তুলেছে তাকে আবার স্বর্গীয় অবস্থায় (পরমদেশ বা ‘প্যারাডাইস’) নিয়ে যাবেন।

এই পুস্তিকার আলোচনা শেষ করবার আগে একটু বিরতি নিয়ে অপরাধী লোকটির কাছে যীশুর প্রতিজ্ঞার সাথে স্বর্গে যাবার ব্যাপারে অনেকের যে তথাকথিত ধারণা রয়েছে তার একটু তুলনামূলক আলোচনা করে নেওয়া ভালো। আমরা সবসময় লক্ষ্য করি ধর্মীয় শিক্ষকরা মানুষের মৃত্যুর পরের এমন একটা জীবন লাভ সম্পর্কে শিক্ষা দিয়ে থাকেন যেটি বাইবেলে বর্ণিত পরমদেশের থেকে একেবারে ভিন্ন ধরণের। কিন্তু আমরা কি এমন কোন ভাসমান আত্মার মত জীবনে যেতে চাই, যেখানে আত্মা অনন্তহীন ভাবে যেন ভাসমান মেঘরাশির উপর থেকে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি ধরে রাখে নীচে জগতের দিকে, যেখানে তার অনেক প্রিয়জন চরম অসুস্থ পরিবেশে প্রতিনিয়ত বেঁচে থাকবার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছে ? আবার অনেক ধর্মীয় শিক্ষক বলেন যে,এই পৃথিবীকে সম্পূর্ণ সুস্থ বা রোগমুক্ত করা সম্ভব নয় এবং একারণে নির্মানকর্তা নিজেই এটি পরিত্যাগ করেছেন। তাহলে যীশু কেমন প্রতিজ্ঞা করলেন ? তাহলে যীশু যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে অনুসারে এই পৃথিবীকে সুস্থ করে তোলার চেয়ে যে একে রোগমুক্ত করে তোলা সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারটা কি কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় না ? আসলেই কি এটা যীশুর প্রতিজ্ঞার সামগ্রিক সমাধানের তুলনায় অনেক খাটো বা হালকা হয়ে যায় না।

বাইবেল আমাদেরকে যে প্রতিজ্ঞা করে সেটি স্বর্গে চলে যাবার জন্য তড়িৎ কোন টিকেটের মত নয় যা ঈশ্বরের নয় কিন্তু মানুষের সৃষ্ট সমস্ত জাগতিক দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রনার কোন প্রকার সমাধান ছাড়াই দূরে কোথাও আমাদেরকে নিয়ে যাবে। বাইবেল বাস্তবে এই ভ্রান্ত ধারণা সুন্দর সমাধান দেয় এভাবে যে এই জগতই একসময় আবার পরমদেশ হয়ে উঠবে ঃ

> “বস্তুতঃ সদাপ্রভু সিয়োনকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, তিনি তাহার সমস্ত উৎসন্ন স্থানকে সান্ত্বনা করিয়াছেন, এবং তাহার প্রান্তরকে এদনের ন্যায়, ও তাহার শুষ্ক ভূমিকে সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আমোদ ও আনন্দ, স্তবগান ও সঙ্গীতের ধ্বনি পাওয়া যাইবে” (যিশাইয় ৫১:৩)।

উপরের কথাগুলোর বাস্তবতা স্বীকার করলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকেই খ্রীষ্টের কাছে আসতে পারি এবং তাঁকে ঐ অপরাধী লোকটির মত প্রশ্ন করতে পারি : “যীশু, আপনি যখন আপন রাজ্যে আসবেন তখন আমাকে স্মরণ করবেন।”

ষ্টীফেন ককস্

পরিশিষ্ট

লূক ২৩:৪৩ পদের গ্রীক ভাষান্তর ঃ

Amhn soi lego shmeron met emou esh en tw paradeisw.
Amén soi lego sémeron met emou esé eb to paradeiso.
Truly to-you I-say today with me you-will-be in the paradise.
আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি অদ্যই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে উপস্থিত হইবে

ক্রিয়াবিশেষণ ‘sémeron’ “সেমিরণ” (আজকে-এর গ্রীক প্রতিশব্দ)এর গুণারোপ

গ্রীক ভাষার অধিকাংশ পদই যেমন, ক্রিয়াপদ, নামপদ, বিশেষ্যপদ, গুণাবাচক পদ- এগুলি বাক্যের প্রয়োগ করা হচ্ছে তা বড় বিষয় নয় তবে এসব পদগুলি সবসময় অন্য শব্দের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বানান-এর পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু “ক্রিয়া বিশেষণ” পদ, যেমন, আজকে-এগুলির বানান কখনই পরিবর্তিত হয় না। লূক ২৩:৪৩ পদটি অনুবাদ করার সময় অনুবাদকরা হয়ত শব্দের ক্রমধারা অনুসারে ও সর্বজনের ব্যবহারিক ধারা অনুসারে অংশটির অনুবাদ করেছেন। যার দ্বারাই নির্ধারিত হয়েছে গ্রীক শব্দ “সেমিরন” (আজকে) ক্রিয়াপদ (lego) “লেগো” (আমি বলি)-এর সামনে বা আগে নাকি ক্রিয়াপদ (ese) “এসে” (তোমরা হবে)-এর পরে বা পিছনে বসবে।

শব্দের ক্রমধারা

গ্রীক ব্যাকরণে ক্রিয়াপদের আগে এমন ক্রিয়া বিশেষণ পদের সম্পর্ক স্থাপন খুবই স্বাভাবিক হিসাবে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গোটা নতুন নিয়মে এই “আজ” শব্দটি এভাবে সর্বপ্রথম ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ৬:১১)

ton arton hmon ton epiousion doV hmin shmeron.
ton arton émon ton epiousion dos émin sémeron.
our-bread daily give to-us today.
আমাদের প্রয়োজনীয় আজকার খাদ্য আজ আমাদিগকে দেও

এই স্থানে একইভাবে গ্রীক ব্যাকরণের ব্যবহার দেখা যায়।

যাই হোক, গুরুত্ব প্রদান ও অন্যান্য কিছু কারণে এই শব্দের ক্রমধারা পরিবির্তত হতে পারে। ফলে কখনই এবিষয়টি প্রমান হতে পারে না যে, “আজকে পরমদেশে” এভাবে অনুবাদ করা ভুল হয়েছে। আসলে সবসময়ই ‘শব্দের ক্রমধারা’ থেকে সর্বজন ব্যবহারিক ধারা অনুবাদের ক্ষেত্রে ভালো।

চলতি ব্যবহারিক ব্যাকরণ

যিহূদী ভাষার ব্যাকরণে মুল ত্রিয়াপদকে আরও গুরুত্বপূর্ণ বোঝাতে তার সাথে সর্বজন ব্যবহারিক বাগধারা (ইডিয়ম) ক্রিয়া বিশেষণ ‘আজকে’ ব্যবহার হয়ে থাকে। আসলে সময়ের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই এই ‘আজকে’ শব্দটির উপর অর্থ এখানে সম্পর্কযুক্ত হয়েছে। যেমন আরও উদাহরণ-

> “--- তুমি অদ্য (আজকে) আমার কাছে দিব্য কর” (আদিপুস্তক ২৫:৩৩)।
>
> “অদ্য আমি তোমাকে যাহা আজ্ঞা করি” (যাত্রা ৩৪:১১)
>
> “...আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি...” (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৯)

প্রেরিত পৌল পদের সংযোগ স্থাপনের জন্য আবার নতুন নিয়মের সময়ে এই ধরণের ব্যকরণ পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন।

> “অদ্য তোমাদিগকে এই সাক্ষ্য দিতেছি...” (প্রেরিত ২০:২৬)
>
> “...সেই সম্বন্ধে অদ্য আপনার সাক্ষাতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিতেছি...” (প্রেরিত ২৬:২)

এসব উদাহরণগুলির সূত্রে বলা যায়, এখন এটা প্রমাণিত যে, অপরাধী লোকটির কাছে বল যীশুর কথাগুলিকে তার মূল অর্থ অনুযায়ী এভাবেও বলা যায়।

> “আজকে আমি তোমাকে বলছি : তুমি আমার সঙ্গে পরমদেশে থাকবে”।

প্রশ্নাবলী

১. লূক ২৩:৪৩ পদটির সম্ভাব্য কোন দুই ধরণের অনুবাদ হতে পারে ?

২. ঐ দুই ধরণের অনুবাদের মধ্যে কি ধরণের অনুবাদ বিভ্রান্তি থাকতে পারে ?

৩. জীবন্ত আত্মা (সোল) কি ? “আত্মা” (সোল) ও “ধুলির” সাথে “মানুষ”-এর সম্পর্কে কি ?

৪. “স্বর্গে পুরস্কার”-এর অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. অপরাধী লোকটি যীশুর কাছে কি পাওয়ার অনুরোধ করেছিল ?

৬. “ঈশ্বরের রাজ্য” ও “স্বর্গ রাজ্য” বলতে কি বোঝায় ?

৭. পুরাতন নিয়মে ও নতুন নিয়মে পরমদেশ (“প্যারাডাইস”) কথাটির অর্থ কি ?

৮. যেদিন যীশু মারা যান সেদিন তিনি কোথায় গিয়েছিলেন ?

৯. তিনদিন পর যখন যীশু আবার জীবিত হয়ে উঠেন তখন তিনি কি আত্মিক (আত্মা ছিলেন নাকি দৈহিক (দেহ) ছিলেন ?

১০. সেই অপরাধী লোকটি এখন কোথায় আছেন। ?